তারিখ ... 14 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

আলোকপাত ■ ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

জ্ঞানের পথ কেন রুদ্ধ করা ভ্যাট দিয়ে

সম্প্রতি সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ও অন্যান্য ফির ওপর শতকরা সাড়ে সাত ভাগ ভ্যাট আরোপ করেছেন। প্রথমে বর্তমান বাজেটে দশ ভাগ ভ্যাট আরোপের ঘোষণা আসে পরে তা কমিয়ে সাড়ে সাত ভাগ করা হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে এটি একটি অযৌক্তিক, অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত। কারণ এটি নিঃসন্দেহে একটি গণবিরোধী সিদ্ধান্ত, শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত।

শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকার সার্বজনীন। কোন দেশপ্রেমিক সরকার এ ধরনের শিক্ষা সংকোচন নীতি গ্রহণ করতে পারে না। শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতি হতে পারে দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলকর। একজন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ একদা মন্তব্য করেছিলেন, যে, একটি দেশে শিক্ষাখাতে বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাখাতে যত বেশি বিনিয়োগ করা যাবে সে দেশের জাতীয় আয় ততই বেড়ে যাবে। তার মতে- কোন দেশের উচ্চ শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের সাথে সে দেশের মাথাপিছু আয়ের (Per-capita income) একটি স্পষ্ট ইতিবাচক পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে (The investment in education has a positive co-relation with the per-capita income of a nation).

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (non profitable organization) হিসেবে দেখা হয়েছে। ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এটির স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় এ আইনে যে সংশোধনী আনা হয় এবং পরবর্তীতে ২০১০ সালে যে আইন প্রণীত হয় তাতেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো হয়েছে। এগুলি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুনাফা করার স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হতে পারে না। যেখানে মুনাফার প্রশ্ন নাই, সেখানে কি ভ্যাট আরোপের সুযোগ আছে? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোতেও উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ যাবৎকালে কখনো এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাট আরোপের কথা কেউ চিন্তা করেছে বলে আমি শুনিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের কেন্দ্র। এখানে মুক্ত পরিবেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। ছাত্র-ছাত্রী নির্ধারিত টিউশন ফি প্রদান করবে। সঙ্গত কারণেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি ফি প্রদান করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি তুলনামূলকভাবে বেশি। সে নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করেনি; কিন্তু হঠাৎ করে এভাবে কর আরোপ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অশান্ত ও অস্থিতিশীল করার কারণ আমার নিকট বোধগম্য নয়। অর্থমন্ত্রী বলেছেন "প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র যারা, আমাদের দেশের বিবেচনায় তারা বিত্তশালী। তাদের দৈনিক খরচ ১ হাজার টাকা। মাসে প্রত্যেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ করে, সেখানে আমি চাচ্ছি ৭৫ টাকা। সেটা না দেয়ার কোন যৌক্তিকতা আমি বুঝি না।" অর্থমন্ত্রীর এ কথার সাথে আমি একমত নই। কারণ, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা লেখা-পড়া করে। এদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের চাকরিজীবীদের সন্তান বেশি। ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি নির্ধারিত হয়েছে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করার বিবেচনায়। আমি দেখেছি- এ ন্যূনতম টিউশন ফি পরিশোধ করতেও ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সময়মত টিউশন ফি পরিশোধ করতে না পেরে সেমিস্টার ড্রপ দিতে হচ্ছে। অতএব অর্থমন্ত্রীর এহেন বক্তব্য বাস্তব চিন্তা বিবর্জিত।

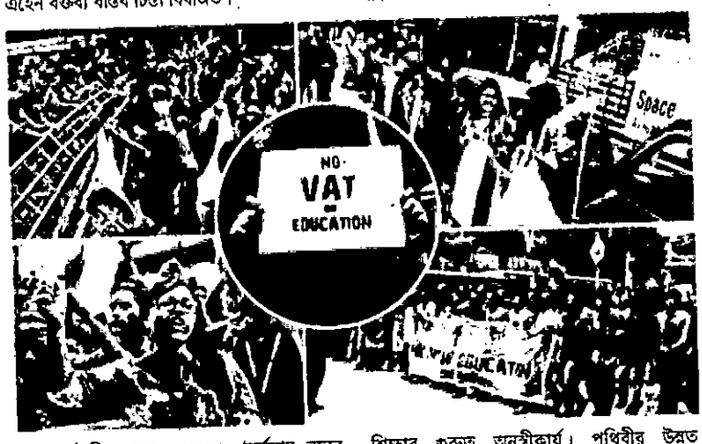

অর্থমন্ত্রী আবার বলেছেন, 'বর্তমান বছরে ভ্যাট প্রদান করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ; আগামী বছর থেকে ভ্যাট দিবে শিক্ষার্থীরা।' এটা কি ধরনের যুক্তি? এ বছর আর আগামী বছরের মধ্যে তফাৎ কেন? আগামী বছর কি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের আয় আকস্মিকভাবে বেড়ে যাবে? তাছাড়া কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত এরূপ হতে পারে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের একমাত্র উৎস ছাত্রদের বেতন। এ আয় থেকে সব ব্যয় বহন করা হয়। কর্তৃপক্ষ বলতে বুঝায় ট্রাস্টি বোর্ড, সিন্ডিকেট, উপাচার্য ও বিধিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট বডি। এদের আয়ের অন্য কোন উৎস আছে কিনা আমার জানা নাই। তাছাড়া এ সকল সংস্থার কেউই ভোক্তা নয়। অতএব যারা ভোক্তা নয়, তারা কেন ভ্যাট দেবে? কোন আয় থেকে ভ্যাট দেবে? আমার জানামতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের আইন অনুযায়ী আয় করের (income tax) আওতায় এসেছে এবং নিয়মিত আয়কর প্রদান করে যাচ্ছে। ভোক্তাদের উপর আরোপিত হয়েছে মূল্য সংযোজন কর (Value added tax); কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেহেতু ভোক্তা নয় সেহেতু কর্তৃপক্ষের ওপর ভ্যাট আরোপের প্রশ্ন উঠে না। শিক্ষার্থীরাইবা ভ্যাট কেন দিবে? বরঞ্চ শিক্ষাকে সহজলভ্য করা প্রয়োজন। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করাই একটি গণতান্ত্রিক এবং ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং এ খাতে অধিক বিনিয়োগ করে। তাঁর ফলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন রকম আর্থিক সুবিধাও লাভ করে। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির সুযোগ ছাড়াও শিক্ষা-ঋণ (Loan)-এর ব্যবস্থা থাকে। যে শিক্ষার্থীর আর্থিক সংকট থাকে, সে লোন নিয়ে পড়তে পারে। পড়া শেষে চাকরি জীবনে সে লোন পরিশোধের সুযোগ রয়েছে।

ভ্যাট আরোপ করে জ্ঞান চর্চার বা শিক্ষা লাভের পথ রুদ্ধ করা কোন ভাবেই সমীচীন নয়। শিক্ষাকে উৎসাহিত করাই হবে সরকারের সাংবিধানিক ও নৈতিক দায়িত্ব। আধুনিক বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। উচ্চ শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞানের জগতে বহু নতুন জ্ঞানের সংযোজন হয়েছে; সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডার। উন্নত দেশে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের কারণে জ্ঞানের জগতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও এর ঢেউ লেগেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষতা, উঁচু মান এবং অধুনা সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না। এ যুগ বিশ্বায়নের যুগ। সমগ্র বিশ্বকে একটি বৃহৎ পল্লীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব, এ বৃহৎ পল্লীর এক অঞ্চলের উন্নয়নের প্রভাব অন্য অঞ্চলে পড়তে বাধ্য। তাছাড়া জ্ঞানের জগতে কোন সীমারেখা নেই। জ্ঞান প্রবহমান, এক থেকে বহুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, যদি না কেউ জ্ঞানবিমুখ হয়। জ্ঞানবিমুখ জাতি প্রগতি ও পরিবর্তন বিরোধী, অনগ্রসর ও অভিশপ্ত জাতি। আমরা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছি, সে সমাজে অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। শিক্ষাকে সহজলভ্য করে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকেও এগিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের তরুণ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। সে লক্ষ্যেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। সে জন্য গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে শিক্ষাকে সহজলভ্য করা প্রয়োজন।

ইদানীংকালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর প্রায়শই চোখে পড়ে। সার্টিফিকেট বিক্রি থেকে শুরু করে অর্থ আত্মসাৎ ও নানা অনিয়মের খবর দেখে বিস্মিত ও হতাশ হই। এ ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং সেখানে সুষ্ঠু শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে না। অতএব এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে; কিন্তু তা না করে শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাট আরোপ করে তাদের শিক্ষাজীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়া কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

অতীব দুঃখের বিষয়, সরকারের ভুল নীতি ও সিদ্ধান্তের কারণেই আজকে শিক্ষাঙ্গনে নেমে এসেছে অশান্তি ও অস্থিরতা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বেতন-বৈষম্যের কারণে শিক্ষকেরা আন্দোলনে নেমেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কর্মবিরতি চলছে। টাইম স্কেলের দাবিতে কলেজ শিক্ষকরাও আন্দোলনরত। সর্বোপরি ভ্যাট চাপিয়ে দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের করেছে ক্ষুব্ধ। তারাও আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাস্তায় নেমেছে। এরা সমাজের উচ্চ শ্রেণির সন্তান নয়। এরা অতি সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়ে। তাই এদের একজন বলেন "আন্দোলন করে যদি আমরা মরেও যাই দুঃখ থাকবে না। আমাদের সতীর্থরা ভ্যাট ছাড়াই পড়ার সুযোগ পাবে।" আরেক ছাত্রের হাতে ধরা পোস্টারে লেখা ছিল : "কিল মি, নো ভ্যাট।" পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছুঁড়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এতে আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছে এবং বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন আজ এতে বিপর্যস্ত এবং হুমকির সম্মুখীন। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অধস্তন শ্রেণির সন্তানেরা ভ্যাট আরোপে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে। যেখানে শিক্ষা সম্প্রসারণ সময়ের দাবি, সেখানে এ ধরনের শিক্ষা সংকোচন নীতি গ্রহণ করে সরকার দেশের শিক্ষাঙ্গনে ডেকে এনেছে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। তাই একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে এ ধরনের গণস্বার্থ বিরোধী ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং এতে তরুণ প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হবে।

● লেখক : লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য; সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও নৃ-বিজ্ঞানী